সাদা কালো

ডাকসুতে ছাত্রশিবির অসম্ভবকে সম্ভব করল যেভাবে

সাইফুর রহমান তপন

সাইফুর রহমান তপন

প্রকাশ: ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫ | ০৬:১৪ | আপডেট: ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫ | ০৬:১৫

মঙ্গলবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ-ডাকসু নির্বাচন হয়ে গেল। সর্বশেষ ডাকসু নির্বাচন হয়েছিল ২০১৯ সালের মার্চে। সেই হিসাবে এবারের নির্বাচনটি হলো ছয় বছরেরও বেশি সময় পর; যদিও প্রতিবছর তা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। স্বাধীনতার পর গত ৫৪ বছরে মাত্র সাতটি ডাকসু নির্বাচন হয়েছে; ১৯৭৩ সালের নির্বাচনটি ভোট গণনাকালে ব্যালট বাক্স

ছিনতাইয়ের কারণে বাতিল হয়েছিল।

বলা হয়ে থাকে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যুক্তরাজ্যের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের আদলে গড়ে তোলা হয়েছে। এর একটা নিদর্শন হলো বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় অন্যতম প্রধান অংশীজন শিক্ষার্থীদেরও যুক্ত রাখা, যা সম্ভব করে তোলে নির্বাচিত ডাকসু। ১৯৭৩ সালের যে আদেশ অনুযায়ী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চলে, সেখানেও এর গণতান্ত্রিক পরিচালনার স্বার্থে শিক্ষার্থীদের যুক্ত করার কথা বলা আছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ কারণের চেয়েও বাইরের, মূলত রাজনৈতিক কারণই ডাকসু নির্বাচন নিয়মিতভাবে অনিয়মিত হওয়ার জন্য দায়ী। ডাকসু নির্বাচন যেমন সাধারণ শিক্ষার্থী ও নাগরিকদের কাছে কাঙ্ক্ষিত, তেমনি রাষ্ট্রের নীতিনির্ধারকদের কাছে স্পর্শকাতরও বটে। গণঅভ্যুত্থানের সব অংশীজনের সমর্থনপুষ্ট হওয়ায় ডাকসু নিয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের সেই স্পর্শকাতরতা থাকার কথা নয়। তাই শিক্ষার্থীদের দাবির মুখে ডাকসু নির্বাচনের ব্যাপারে তারা সহজেই সবুজ সংকেত দিয়েছিল।

এখন প্রশ্ন হতে পারে, কেমন হলো এবারের ডাকসু নির্বাচন? ২০১৯ সালের নির্বাচনে ভিপিসহ আরও কিছু পদ সরকারবিরোধীদের পক্ষে গেলেও বিতর্কমুক্ত ছিল না। এবারের নির্বাচনও স্বাভাবিকভাবে উৎসবমুখর পরিবেশে হলেও বিতর্ক এড়াতে পারেনি। বিশেষত, পরাজিত প্রায় সব প্যানেলই নানা অনিয়মের অভিযোগ তুলেছে। এমনকি কেউ কেউ ভোট এবং ভোটের ফল প্রত্যাখ্যান করেছেন। যেমন বিএনপি সমর্থিত ছাত্রদলের ভিপি প্রার্থী আবিদুল ইসলাম খান বলেছেন, নির্বাচনটি বিগত আমলের চেয়েও খারাপ হয়েছে। ভিপি পদে আরেক আলোচিত প্রার্থী উমামা ফাতেমা এক ফেসবুক পোস্টে লিখেছেন, ‘বয়কট! বয়কট! ডাকসু বর্জন করলাম’ (সমকাল অনলাইন)।

বাম সমর্থিত প্যানেল প্রতিরোধ পর্ষদের জিএস প্রার্থী মেঘমল্লার ফেসবুক পোস্টে লিখেছেন, ‘ভোটের নামে প্ল্যানড ইঞ্জিনিয়ারিং হইসে। ডিটেইল রেজাল্ট দেখলে আপনারা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা নিজেরাই বুঝবেন। এই প্রশাসন যে

শিবিরের ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের অংশ হচ্ছে, এটা স্পষ্ট' (আজকের পত্রিকা)। সিপিবি-বাসদ-জাসদ সমর্থিত ছাত্র সংগঠনগুলোর প্যানেল তো ভোট প্রত্যাখ্যান করে রীতিমতো মিছিল করেছে ক্যাম্পাসে। গণঅধিকার পরিষদ সমর্থিত প্যানেলের ভিপি প্রার্থী বিন ইয়ামিন মোল্লা মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ভোট গণনাকালে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় ভোট প্রদানের হার নিয়েই প্রশ্ন তোলেন (যমুনা টিভি)।

এমনকি নির্বাচন পর্যবেক্ষণকারীদের একজন, বিশ্ববিদ্যালয়েরই শিক্ষক সামিনা লুৎফা মঙ্গলবার রাতে প্রথম আলোতে লিখেছেন, 'প্রশাসনের পক্ষ থেকে ব্যবস্থাপনার কিছু অসংগতি আমাদের নজরে পড়েছে। যার মধ্যে অন্যতম হলো, পোলিং অফিসার নিয়োগে অস্বচ্ছতা। প্রার্থীদের পোলিং এজেন্ট অনুমোদনে প্রশাসনের পক্ষে বৈষম্য ছিল। বিভিন্ন দলকে বেশি দেওয়া হয়েছে, কাউকে কম দেওয়া হয়েছে– এমন অভিযোগ উঠেছে, বিশেষ করে স্বতন্ত্র প্রার্থীদের দিক থেকে। আচরণবিধি নিয়ে একেক কেন্দ্রে একেক রকম ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। এতে মনে হয়েছে যে, বিষয়টি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। যেমন প্রার্থী কেন্দ্রে যেতে পারবেন কিনা, ভোটাররা ব্যালটের নম্বর-সংবলিত কাগজ বা স্লিপ নিয়ে যেতে পারবেন কিনা, ভোটকেন্দ্রের ১০০ মিটারের মধ্যে কারা থাকতে পারবেন বা কী করা যাবে– এমন বিষয়গুলো একেক কেন্দ্রে একেকভাবে সামলানো হয়েছে। ফলে নানা প্রশ্ন উঠেছে।' সামিনা লুৎফা যদিও বলেছেন, 'নির্বাচনে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণের তোড়ে (এসব প্রশ্নের) পুরোটাই উড়ে গেছে; প্রশ্নগুলো থেমে থেমে কিন্তু উঠবেই।

জনপরিসরে এ আলোচনা তো গত বছরের ৫ আগস্টের পর থেকেই চলছে– বিএনপির নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে যখন চাঁদাবাজি, হাটবাজার, বালুমহাল, জলমহাল দখলের অভিযোগ উঠছে, তখন জামায়াতে ইসলামীর মনোযোগ ছিল রাষ্ট্রীয় প্রশাসন ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে প্রভাব বিস্তারে। এ অবস্থায় ডাকসু নির্বাচনের রায় যখন ছাত্রশিবিরের পক্ষে গেছে, তখন অভিযোগগুলো বরং আরও ভিত্তি পাবে।

এটা সত্য যে, ছাত্রশিবির ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো ভুঁইফোঁড় সংগঠন নয়। আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হই ১৯৮৫-৮৬ সেশনে। যদিও তখন থেকেই সংগঠনটি হল ও ক্যাম্পাসে প্রকাশ্য তৎপরতা চালাতে পারত না, বিশেষত ক্যাম্পাসের পার্শ্ববর্তী কাঁটাবন মসজিদ ঘিরে সংগঠনটির গোপন কর্মকাণ্ড কখনোই বন্ধ হয়নি।

আমার মনে আছে, ১৯৮৯ ও ১৯৯০ সালের ডাকসু নির্বাচনে কোনো প্রকাশ্য প্রচার চালাতে না পারলেও ছাত্রশিবিরের প্যানেল ছিল। দুবারই তারা হাজারখানেক ভোট পেয়েছিল। বিগত সরকারের সময় সংগঠনটির সদস্যরা কীভাবে ছাত্রলীগের ভেতরে ছদ্মবেশে সক্রিয় ছিল, তা এখন বহুল আলোচিত। আর গত বছরের গণঅভ্যুত্থানে ছাত্রশিবিরের অগ্রণী ভূমিকা যেমন সর্বজনবিদিত তেমনি অভ্যুত্থান-পরবর্তী বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতে তাদের নানা সেবামূলক কর্মকাণ্ড কারও অজানা নয়। এ প্রেক্ষাপটে ডাকসু নির্বাচনে ছাত্রশিবিরের ব্যাপক সাফল্য তাই বিস্ময়কর কিছু নয়।

এটাও মনে রাখতে হবে, আওয়ামী লীগের কার্যক্রম নিষিদ্ধ হওয়ার ফলে জাতীয় রাজনীতির দ্বিদলীয় ব্যবস্থাটি যেমন ভেঙে পড়েছে; তেমনি ছাত্রলীগ নিষিদ্ধ হওয়ার ফলে ক্যাম্পাসেও সেই রাজনৈতিক বিন্যাসটি আর নেই। আর ছাত্র রাজনীতিতে দ্বিদলীয় ধারার অপর শক্তি ছাত্রদল উপযুক্ত নেতৃত্ব ও কৌশলের অভাবে দুর্বল হয়ে পড়ায় ছাত্রশিবিরের প্রভাব অন্তত এ সময়ের জন্য অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছে। মোদ্দা কথা, গণঅভ্যুত্থানে অগ্রণী ভূমিকার পাশাপাশি ছাত্র রাজনীতির নতুন বিন্যাসের ফসল প্রায় পুরোটাই ছাত্রশিবিরের পকেটে যাওয়ার কথা। ডাকসু নির্বাচনে সেটাই দেখা গেল।

একটু নিবিড়ভাবে নির্বাচনটি পর্যবেক্ষণ করলেও বুঝতে পারার কথা, বাস্তবে ছাত্রশিবিরের সঙ্গে জামায়াতও বেশ সক্রিয় ছিল। শুধু ঢাকা শহরে নয়; গোটা দেশেই। বিভিন্ন জেলা-উপজেলা থেকে যেসব শিক্ষার্থী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে, তাদের প্রায় প্রত্যেকের বাড়িতে স্থানীয় জামায়াত ও শিবির নেতাকর্মী গিয়েছেন। শিক্ষার্থীর বাবা-মাকে অনুরোধ করেছেন সন্তানকে ভোটদানে উৎসাহ দিতে। ভোটের দিন ক্যাম্পাসে পরিচয়পত্র ছাড়া কেউ প্রবেশ করতে না পারলেও অনেক

জামায়াত নেতাকে ক্যাম্পাসে ঘুরতে দেখার অভিযোগ করেছেন ছাত্রদলের ভিপি প্রার্থী আবিদ। একজনকে তো টিএসসিতে ছাত্রদল ও এনসিপির ছাত্র সংগঠন ছাত্র সংসদ নেতারা ধরে মিডিয়ার সামনে হাজির করেছিলেন। অনেক কেন্দ্রে ১০০ মিটারের সীমাবদ্ধতা ছাত্রশিবিরের ওপর কার্যকর না থাকায় বহু সাধারণ শিক্ষার্থীর হাতে শুধু ওই প্যানেলেরই কাগজ দেখা গেছে। পাঁচ পৃষ্ঠার ব্যালট থেকে পছন্দের নাম খোঁজার কষ্ট এড়াতে, বিশেষত বিভিন্ন সময়ে ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র সংগঠনগুলো সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ অনেকে শিবিরের প্যানেল ধরে ভোট দিয়েছেন বলে আলোচনা আছে। মেঘমল্লার সম্ভবত এ বিষয়গুলোকেই ‘প্ল্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং’ বলেছেন।

এটাও মনে রাখা দরকার, ১৯৯০ সালের চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ-চাকসু নির্বাচনে ছাত্রলীগ-ছাত্রদলের সঙ্গে সব বাম সংগঠন ঐক্যবদ্ধভাবে লড়ে ছাত্রশিবিরকে পরাজিত করেছিল। অন্যদিকে এবারের ডাকসু নির্বাচনে ছাত্রশিবিরের প্রতিপক্ষ ছিল নানাভাগে বিভক্ত। অর্থাৎ বিশেষ রাজনৈতিক পরিস্থিতির ফায়দা ছাত্রশিবির তুলতে পেরেছে। তবে এ অবস্থা যে অসম্ভবকে সম্ভব করার– এ দেশে আগামী দিনগুলোতেও থাকবে, সে নিশ্চয়তা কেউ দিতে পারবে না।

সাইফুর রহমান তপন: সহকারী সম্পাদক, সমকাল; সাবেক ছাত্রনেতা